দৈনিক বাংলা ৩।

তারিখ 11 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

২৪

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি বুঝি বন্দুক-বামাবাজদের স্থায়ী ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার এই পবিত্র অঙ্গন, শিক্ষার্থীদের অবস্থানের এই স্থানগুলিকে সন্ত্রাসীমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না কোনমতেই। ওরা ওখানে আছেই। খেয়াল-খুশিমত ওরা গুলি মারে, বোমা ফাটায়। এই সন্ত্রাসী তৎপরতায় ছাত্রছাত্রীরা সব সময় সন্ত্রস্ত। গুলি ও বোমার আঘাতে মাঝে মাঝে হতাহতও হচ্ছে কেউ কেউ। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন সেরা ছাত্র এবং ছাত্র সংগঠনের নেতা ও কর্মীর প্রাণ প্রদীপ অকালে নিভে গেছে। লেখাপড়া তো বিঘ্নিত হচ্ছেই।

এতদিন মারামারি, ফাটাফাটি ও গুলিবিনিময় হতো প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে। গত কদিন ধরে দেখা যাচ্ছে সন্ত্রাসের আরেকটি রূপ। প্রতিদ্বন্দ্বীদলগুলির মধ্যে নয়, নিজেদের মধ্যে গুলিবিনিময় করছে একটি সংগঠনের দুটি উপদল। গত সোমবার দিবাগত রাত্রেও জহুরুল হক হল, মহসীন হল, সলিমুল্লাহ হল ও জগন্নাথ হল থেকে শূন্যে গুলি ছোড়া হয়। রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত গোলাগুলি চলে।

শুধু ছাত্রছাত্রীই নয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আসমানে উঠেছে। কোন মতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না সেশনজটের ভূত। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই।

সমগ্র সমাজ ক্যাম্পাস-সন্ত্রাসের অবসান কামনা করছে। নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাদের এই মনোভাব। জাতীয় সংসদেও ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস দমনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠন আলাদাভাবেও বিবৃতি দিয়েছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সবাই বলেছে যে সন্ত্রাসীরা, বন্দুকবাজরা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী নয়। তাদের শক্ত হাতে দমন করা হোক। খটকা এখানেই। এরপরও সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে কিভাবে বহাল তবিয়তে থাকে? কেন তাদের ধরা যায় না? কেনইবা উদ্ধার করা যায় না অস্ত্রশস্ত্র। প্রতিটি অস্ত্র উদ্ধার অভিযান কেন ব্যর্থ হচ্ছে? আমরা মনে করি, এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য তা অপরিহার্য। রাজনৈতিক দলগুলি যাই বলুক না কেন, গত কদিনের গোলাগুলির সঙ্গে একটি রাজনৈতিক ঘটনা যে জড়িত, এমন অনুমান ভিত্তিহীন নয়। একটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারকে কেন্দ্র করেই ক্যাম্পাসে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে। কেবল ক্যাম্পাসে গুলিবর্ষণই নয়, একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রে হরতালও পালিত হয়েছে এই ঘটনা নিয়ে। এটা কেমন করে ঘটে তা বোধগম্য নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরাবরের মত এবারও সন্ত্রাস নির্মূলে অর্থবহ পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। ভিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলগুলির প্রভোষ্ট, আবাসিক শিক্ষক ও প্রোক্টরদের এক যৌথ সভায় নিরপেক্ষভাবে সকল হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার এবং বহিরাগতদের বহিষ্কারের আহবান জানানো হয়েছে। সমগ্র দেশবাসীও তাদের সঙ্গে একমত। দল-মতের উর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অভিযান না চালাতে পারলে অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাসী গ্রেফতার কোনটাই সম্ভব হবে না। সরকারীদল ও বিরোধী দলকে সন্ত্রাস নির্মূলে আন্তরিক হতে হবে এবং নিতে হবে সম্মিলিত উদ্যোগ। পুলিশ বাহিনীকে অস্ত্র উদ্ধার ও হলগুলিকে সন্ত্রাসীমুক্ত করার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হলে বাঞ্ছিত সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে আশ্রয়-প্রশ্রয় না থাকলে কোন সন্ত্রাসীই কেবল ক্যাম্পাসেই নয়, সমাজের কোথাও টিকে থাকতে পারবে না। তাদের বিনাশ অবধারিত। আমরা সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস ও সমাজ চাই।

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...